সাত কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়: অধ্যাদেশ হয়নি, ‘আইনবহির্ভূত’ ক্লাসে অনীহা শিক্ষকদের

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক : রোববার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫

রাজধানীর সাত সরকারি কলেজ নিয়ে প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির’ কার্যক্রম শুরুর আগেই সেশন জটের কবলে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি কার্যক্রম এখনও শেষ হয়নি।

শুরুর আগেই সেশনজট

পাঠদানের দাবিতে সড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ-ছয় মাস আগে ক্লাস শুরু হয়েছে।

ঢাকা কলেজের দুজন শিক্ষক জানিয়েছেন, সাত কলেজ নিয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ এখনও হয়নি। এর আগে ভর্তি নিশ্চায়ন বা শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা দেয়া হলে তা আইনি জটিলতা তৈরি করবে। এজন্য তারা ক্লাস করাতে পারছেন না।

এই পরিস্থিতিতে ক্লাস শুরুর দাবিতে রোববার, (২৩ নভেম্বর ২০২৫) ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করেন। এদিন দুপুরে তারা সড়কে বসে পড়েন, বন্ধ থাকে যান চলাচল। এ সময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান দেয়।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, অধ্যাদেশ হওয়ার নাম নেই, ক্লাস নেই, ভর্তি নিশ্চায়ন নেই। দেড় লাখের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে সাত কলেজে। চলতি শিক্ষাবর্ষে

ভর্তি হয়েছে ১১ হাজারের মতো। তাদের ভবিষ্যৎ কী হবে? সেই চিন্তা শিক্ষকদের নেই। তারা কি ১০ বছরে অনার্স শেষ করবে? তারপর কি চাকরি করবে এরা? শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা চান।

একজন শিক্ষার্থী বলেন, ‘রাষ্ট্রের যারা নীতি নির্ধারণী ব্যক্তি রয়েছেন তাদের কাছে আবেদন জানাই আমাদের অধ্যাদেশ দিয়ে দেন। আমাদের আর সড়কে নামতে বাধ্য করবেন না। আমাদের ক্লাসে ফিরে যেতে দেন। আমরা এই বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে বলে এখানে ভর্তি হয়েছি। তা না হলে আমরা এখানে আসতাম না।’

এর আগে গতকাল শনিবার রাতে ভর্তি নিশ্চায়ন ও ক্লাস শুরুর দাবিতে ঢাকা ব্লকেডের ঘোষণা দিয়েছিল শিক্ষার্থীরা। সেই কর্মসূচি থেকে সরে এসে রোববার, ঢাকার সাতটি পয়েন্ট ব্লকেড করার ঘোষণা দেন তারা। তারই ধারাবাহিকতায় সায়েন্সল্যাব মোড় অবরোধ করা হয়।

গত ১৬ নভেম্বর একই দাবিতে ঢাকা কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে ১৭ নভেম্বরও এই ভর্তি নিশ্চায়ন ও ক্লাস শুরু নিয়ে হট্টগোল হয়। পরে ১৯ নভেম্বর ঢাকা কলেজ কর্মচারীদের উদ্যোগে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয় বলে জানা গেছে।

ক্লাস আরও পেছালো

সরকারি সাত কলেজে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের অনার্স প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরুর তারিখ পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়া আগামীকাল পর্যন্ত চলমান থাকায় ক্লাস শুরু হবে আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে।

ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির (বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন) অন্তর্বর্তী প্রশাসকের কার্যালয় থেকে গত শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের আগামীকাল পর্যন্ত চলমান থাকায় এই শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হবে আগামী ৩০ নভেম্বর।

যদিও গত ১২ নভেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, সাত কলেজের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। ১১ নভেম্বর ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন ও পাঠদানসংক্রান্ত করণীয় নির্ধারণে অন্তর্বর্তী প্রশাসন, সাত কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, সভায় ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অপারেশন ম্যানুয়েলও অনুমোদন করা হয়েছে। সেই ম্যানুয়েল অনুসারে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরুর তারিখ ছিল গত ২৩ নভেম্বর।

২০১৭ সালে যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই রাজধানীর সরকারি সাত কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। এই কলেজগুলো হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা মহিলা কলেজ, শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী কলেজ, সরকারি বাঙলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজ।

কলেজগুলোর মধ্যে বর্তমানে ইডেন ও তিতুমীরে শুধু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়ানো হয়। বাকি পাঁচটিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের পাশাপাশি উচ্চমাধ্যমিক পড়ানো হয়।

গত জানুয়ারিতে সাত কলেজকে আবারও ঢাবি থেকে আলাদা করার ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চূড়ান্ত করার আগেই অধিভুক্তি বাতিল করায় পরিস্থিতি ফের জটিল হয়। এখন ঢাকা কলেজের

অধ্যক্ষকে প্রশাসক করে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থায় সাত কলেজের কার্যক্রম চলছে।

সেশন জটের কবলে শিক্ষার্থীরা

প্রস্তাবিত ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির’ অধীনে চলমান ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি কার্যক্রম এখনও চলছে।

অথচ ঢাবির শিক্ষার্থীরা চলতি শিক্ষাবর্ষের প্রায় পাঁচ মাস ক্লাস করে ফেলেছেন। আসন্ন ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদনও গত ১৯ নভেম্বর শেষ হয়েছে। ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের (আইবিএ) ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২৮ নভেম্বর এবং পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকটি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবে আগামী ২০ ডিসেম্বর। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও প্রায় একই।

ঢাকার সাত কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শেষে রোববার, ক্লাস শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করা হয়েছিল। এর মধ্যে ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমের সময় আগামীকাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এখন ক্লাস শুরুর সম্ভাব্য তারিখ আগামী ৩০ নভেম্বর।

‘আইনবহির্ভূত’ ক্লাসের বিপক্ষে শিক্ষকরা:

শিক্ষক নেতাদের অভিযোগ, ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাদেশ এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এর আগে ভর্তি নিশ্চায়ন বা শ্রেণী কার্যক্রম শুরু করার নির্দেশনা দেয়া হলে তা আইনি জটিলতা তৈরি করবে।

সরকারি কলেজে কর্মরত বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের শিক্ষকদের ওই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কোনো একাডেমিক কাজে যুক্ত হওয়ার বিধিবদ্ধ সুযোগ নেই। এজন্য এ সিদ্ধান্তকে ‘অপ্রযোজ্য ও বাস্তব বিবর্জিত’ বলে মনে করেন শিক্ষকরা।

গত ১৭ নভেম্বর ঢাকা কলেজ অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এক সভা থেকে ১৮, ১৯ ও ২০ নভেম্বর তিনদিনের পূর্ণদিবস কর্মবিরতির ঘোষণা দেন শিক্ষকরা। ওই তিনদিন তারা পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেছেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ, বিসিএস জেনারেল এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে অন্তর্বর্তী প্রশাসক ভর্তি ও শ্রেণী কার্যক্রম সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে। 'অসঙ্গত ও আইনবহির্ভূত' এই সিদ্ধান্তের কারণে নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট অন্তর্বর্তী প্রশাসকের তিন কার্যদিবসের মধ্যে পদত্যাগ দাবি করেন শিক্ষকরা।

এ রকম পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই শিক্ষার্থীরা পড়েছেন তীব্র সেশন জটে। দ্রুত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে অধ্যাদেশ প্রকাশ ও ক্লাস শুরু না হলে আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়ে আসছেন শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষকদের আপত্তি:

শিক্ষকরা জানান, সাত কলেজ নিয়ে একটি অধিভুক্তিমূলক (অ্যাফিলিয়েটিং) বিশ্ববিদ্যালয় করা যেত। ঢাবির অধীনে রেখেও পর্যাপ্ত জনবল দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে অন্যত্র সাত কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করে এর সমাধান সম্ভব। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ শিক্ষা উপদেষ্টা থাকাকালীন এমন একটি ব্যবস্থা নিয়েই আলোচনা হয়েছিল।

পরবর্তীতে সাত কলেজ নিয়ে 'হাইব্রিড মডেলে' নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪০ শতাংশ ক্লাস হবে অনলাইনে এবং ৬০ শতাংশ ক্লাস হবে সশরীরে। তবে সবধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সশরীরে।

প্রস্তাবিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সবকটি কলেজে সব বিষয় পড়াশোনা হবে না। এক বা একাধিক কলেজে স্কুলভিত্তিক (অনুষদের মতো) ক্লাস হবে। সাতটি কলেজকে চারটি স্কুলে ভাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। এতে বিদ্যমান অনেক বিষয় থাকবে না। এ নিয়েই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষকরা এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা প্রস্তাবিত মডেলের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের একটি অংশ এই মডেলের পক্ষে।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ও ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তী প্রশাসক এ কে এম ইলিয়াস গণমাধ্যমকে বলেন, শিক্ষক ও অধিকাংশ শিক্ষার্থীর প্রত্যাশিত মডেলে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হলে এর সহজ সমাধান হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি শেষ না করে তারা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের ভর্তির কাজ শুরু করতে পারছেন না বলেও জানান তিনি।